



246374 - যবে ব্যক্তনিজিরে পতি ও ফুফুদরে সাথে কথা বলে না, নামায় পড়ে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তি তার পতির আচার-ব্যবহার খারাপ হওয়া, মহলাদরে সাথে অবধৈ সম্পর্ক রাখা, পরবারে প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করা এবং প্রতিবারে তার মাকে তালক দয়ের কারণে পতির সাথে কথা বলে না এবং কখনও জিজ্ঞাসে করবে না। তার ফুফুরা তার মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করেছে বধায় কখনও তাদেরকে দেখতে যাবে না; কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে সালাম দবি। কিছু সমস্যা ঘটায় কর্মস্থলে তার সহকর্মীদের সাথে কথা বলে না। যদিও সে তার বন্ধুদের কোন হিংসা বা ক্রোধ ধারণ করে না। সে নামায় পড়ে না। কেননা সে সবসময় বলে যে, আল্লাহ্‌ তার নামায় কবুল করবেন না। কারণ সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায় মসজিদে পড়তে পারে না এবং সে আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তনকারী। সে আরও কিছু মানুষের সাথে কথা বলে না; কারণ তারা তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে এবং সে কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবে না। এমন ব্যক্তির হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যবে ব্যক্তি নানারকম দুশ্চিন্তায় জর্জরতি, প্রশস্ত দুনিয়াও যার জন্য সংকীরণ, যার বন্ধু-বান্ধব ও আশপাশের মানুষের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ; তার কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহ্‌র কাছে ধরণা দেওয়া এবং নিজের আত্ম-পর্যালোচনা করা। নিজের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায়গুলোর সমালোচনা করা। নিজের কসুর ও অবাধ্যতার জন্য নিজেকে দায়ী করা। আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা এবং আমলকে সুন্দর করা।

দুই:

তার উপর আবশ্যিক— পতির প্রতি ইহসান করা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। পতি যবে গুনাহই করুক না কেন পতিকে ত্যাগ করা নাজায়যে। কেননা পতিমাতার অধিকার অনেক বড়। তাদের এ অধিকার তারা গুনাতে লিপ্ত হলেও কথিা উপর্যুপরি গুনাহ করতে থাকলেও রহতি হবে না। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা পতিমাতার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সাহচর্য দয়ের নির্দেশে দিয়েছেন; এমন কি পতিমাতা যদি তাদের সন্তানকে আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করার নির্দেশে দেয় ও চাপ প্রয়োগ করতে থাকে তবুও। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: “কিন্তু তারা (পতিমাতা) যদি এমন চেষ্টা করে, যাতে তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরিক



কর, যবে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নহে, তাহলে তুমি তাদরে আনুগত্য করবে না; তবে দুনিয়াতে তাদরেকে সৌহার্দ্যের সাথে সঙ্গ দবে।”[সূরা লুকমান; আয়াত: ১৫]

তনি:

পরবিারকি সমস্যা ও সংকট তরী হলে সটোর দাবী এ নয় যবে, সম্পর্কছদে করা ও শত্রুতা পোষণ করা। একজন মুসলমানরে জন্য নজিরে আত্মীয়-স্বজন ও পরচিতিদরে সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, সালাম দেওয়া ও ভালবাসা পোষণ করা অধিক যুক্তযুক্ত, তাকওয়ার নকিটবর্তী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ সম্পর্কছদে থেকে অধিক দূরবর্তী। এমনকি নজিরে আত্মীয়-স্বজন যদি তার উপর অন্যায় করে তবুও। কারণ ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অধিক প্রিয়। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা অপছন্দ করেন সটোকে বাদ দিয়ে তাঁরা যা পছন্দ করেন সটোকে গ্রহণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, “এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে আমি তাদরে সাথে সম্পর্ক রেখে চলি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে না। আমি তাদরে প্রতিসদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদরেকে সহ্য করি; তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি যমেনটি উল্লেখ করেছে যদি তুমি যমেন হও তাহলে তুমি যনে তাদরে মুখে গরম ছাই ছুড়ে দিচ্ছ। তুমি যদি এর উপর অটল থাক তাহলে তাদরে বিরুদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।”[সহি মুসলিম (২৫৫৮)]

চার:

অনুরূপভাবে কর্মস্থলের সহকর্মী: এমন কোন চাকুরী নহে যাতে কোন সমস্যা নহে বা মতবিরোধ নহে। যদি কেউ অনেকে বিষয় এড়িয়ে না যায়, ধরিয়ে না ধরে, মানুষকে ক্ষমা করে না দেয় এবং মানুষের দেওয়া কষ্টগুলো হজম করতে না পারে তাহলে চাকুরী করতে যাওয়াটা তার মানসিক অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা ও কষ্টের উৎস হবে।

যদি কেউ ধরিয়ে ধরে, অনেকে বিষয় এড়িয়ে যায় ও ক্ষমা করে দেয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এর সওয়াব পাবে, তার সহকর্মীরা তাকে ভালবাসবে এবং তারা তার ভাল ব্যবহার ও সচ্চরিত্রের স্বীকৃতি দিবে। এভাবে সে তাদরে কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ও সৎ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে, মানুষের সাথে বেশি বেশি বিরোধে জড়ানো, তাদরে অন্যায় আচরণের কথা মনে রাখা, তাদরে থেকে দূরে থাকার আগ্রহ পোষণ করা এবং তাদরে দুর্ব্যবহারগুলো ক্ষমা করে না দেওয়া— এভাবে সমস্যাগুলোকে জইয়ে রাখার মধ্য মুসলমানের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ নহে। এভাবে তার জীবন ধারা সুষ্ঠুভাবে চলবে না। তার দ্বীনদারও শুদ্ধ হবে না এবং দুনিয়াও সুখময় হবে না।



পাঁচ:

এ সমস্যাগুলোর চয়ে বড় সমস্যা হল নামায ত্যাগ করা এবং আল্লাহর প্রতিমিন্দ ধারণা পোষণ করা। এ দুটো গুনাহ গোটো দ্বীনদারকি ধ্বংস করে দেয়, সকল বরকত নষ্ট করে দেয় এবং সকল অনষ্টি নিয়ে আসে। নামায পড়া একবোরে ছেড়ে দেওয়া— কুফরি ও মুসলমি মল্লিলাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং সকল সংকট, বপিদাপদ ও দুঃখরে কারণ।

আল্লাহর প্রতিমিন্দ ধারণা করা মহা কবরি গুনাহ; যমেনটা ইতপূর্ববে 174619 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলব: এই ব্যক্তির উচতি এ বিষয়গুলোর ক্ষতের আত্ম-পর্যালোচনা করা। এর মধ্যে যগুলোতে তার ভুল ধরা পড়বে সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং যা কিছু নষ্ট করেছে সেগুলোকে ঠিকি করে নয়ো। নিজরে পতি, ফুফু ও সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— নিয়মতি নামায আদায় করা। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা যনে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে ননে, তাকে সংশোধন করে দনে এবং দুনিয়া ও আখিরাতরে যাবতীয় কল্যাণরে তাওফকি দনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।